"মিষ্টি বাচ্চারা -- আৎম-অভিমানী ভব, চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে এই অভ্যাসেই রত হও তবেই তোমাদের অৎযন্ত উন্নতি সাধন হতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার স্মরণ সঠিকভাবে কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকবে ?

*উৎতরঃ - যে বাচ্চারা বাবাকে সঠিকভাবে (অ্যাকিউরেট) জেনেছে। অনেক বাচ্চারা বলে যে, বিন্দুকে আবার কিভাবে স্মরণ করবো। ভকিততে অখন্ড জ্যোতি মনে করে স্মরণ করে এসেছো, এখন বিন্দু বললে বিভরান্ত হয়ে পড়ে, সেইজন্য র্সবপ্রথমে এই নিশ্চয় হোক যে, বাবা অখন্ডজ্যোতি নয়, তিনি তো অতি সূকৎম বিন্দু, তবেই স্মরণ সঠিকভাবে হতে পারে।

ওম্ শান্তি | সমস্ত বাচ্চারাই স্মরণ করতে বসেছে। "মন্মনাভব" | এই সংস্কৃত শবদটি বাস্তবে নেই। বাবা যখন সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তখন এই সংস্কৃত শবদটি বলেননি। ইনি তো সংস্কৃত জানেনই না। বাবা তো হিন্দীতেই বোঝান। যদিও এই রথ হিন্দী, সিন্ধী তথা ইংরেজী জানেন কিন্তু বাবা হিন্দীতে বোঝান। যারা যে ধর্মের তাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এখানে হিন্দী ভাষাই চলে, এই ভাষায় বোঝানো সহজ এবং এই স্কুলও ওয়ান্ডারফুল। এখানে কোনো কাগজ, পেন্সিল, পৎরাদির প্রয়োজনই পড়ে না। এখানে তো কেবল একটি শবদকে স্মরণ করতে হয় র্অথাৎ বাবাকে স্মরণ করো। গডকে বা ঈশ্বরকে অথবা পরমপিতা পরমাৎমাকে কেউই স্মরণ করে না -- এ অসম্ভব, স্মরণ সকলেই করে কিন্তু ওঁনার পরিচয় জানা নেই। বাবা-ই এসে নিজের পরিচয় দেন। শাস্ত্রের কল্পের আয়ু যে এত র্দীঘ লিখে রেখেছে, তা বাবা-ই এসে বোঝান। বিশাল বড় কোনও কথা নয়। অহল্যারা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধ মাতারা কি বুঝবে ! এ তো অতি সহজ। এ তো ছোট বাচ্চাও বুঝতে পারে। বাবা শবদটি কোনো নতুন শবদ নয়। শিবের মন্দিরে গেলে তখন বুদ্ধিতে আসে যে, ইনি শিববাবা, তিনি নিরাকার। সকল মানুষমাৎরই ওঁনাকে বাবা বলে থাকে। আমাদের র্অথাৎ সকল আৎমাদের বাবা হলেন একজনই। সকল জীবের আৎমাই, যা শরীরে নিবাস করে, বাবাকে স্মরণ করে। সকল র্ধমাবলম্বী যারা-ই হোক না কেন, সকলেই পরমপিতা পরমাৎমাকে অবশ্যই স্মরণ করে। তিনি তো পরমধাম নিবাসী বাবা। আমরাও সেখানকারই বাসিন্দা। সে'জন্য এখন কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ইচ্ছাও থাকে যে আমরা পবিৎর হই। আহ্বানও করে -- হে অপবিৎরদের পবিৎরকারী, এসো। নতুন দুনিয়া পবিৎর ছিল, এখন পুনরায় পুরোনো হয়েছে, একে কেউ নতুন বলবে না। ভারতবাসীরা জানে -- নবভারতে দেবী-দেবতারা রাজ্য করতেন। যখন নতুন ভারত ছিল, তো তার পূর্বে কি ছিল ? সঙ্গম। এর থেকেও সহজভাবে বলা উচিত। নতুনের পূর্বে পুরোনো ছিল। সঙ্গমকে মানুষ এত সহজভাবে বুঝতে পারে না। নিউ ওর্য়াল্ড, ওল্ড ওয়ার্ল্ডের মধ্যভাগকে বলা হয় সঙ্গম। বাবার উদ্দেশ্যেই বলে থাকে -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিৎর কর। আমরা পতিত হয়ে গেছি। নতুন দুনিয়ায় কেউ ডাকবে না। এখন তোমাদের বোধ এসে গেছে যে ভারতই পবিৎর ছিল। হে পতিত-পাবন এসো, এভাবে তো অনেকসময় ধরেই ডেকে এসেছে। তাদের এ'কথা জানা নেই যে পতিত-দুনিয়া কবে সমাপ্ত হবে। তারা বলে -- শাস্ত্রে এভাবেই লেখা রয়েছে যে কলিযুগ (পতিত-দুনিয়া) এখন আরো ৪০ হাজার বছর ধরে চলবে। সর্ম্পূণ গভীর অন্ধকারে রয়েছে। এখন তোমরা আলোয় রয়েছো। বাবা তোমাদের এখন আলোয় নিয়ে এসেছেন ৫ হাজার বছরে সৃষ্টির এই চকর সর্ম্পূণ হয়। যেন কালকেরই কথা। তোমরা রাজৎব করতে, অবশ্যই এই লকৎমী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, স্বর্গ ছিল। পবিৎর দুনিয়ায় কোনো উপদ্রব ইৎযাদি হতে পারে না। উপদ্রব হয়ই রাবণ-রাজ্যে। এখানে বাবা তোমাদের বোঝান, তোমরা সম্মুখে বসে র্কণগোচর করো। কে শোনে ? আৎমা। আৎমা অৎযন্ত খুশী হয়, বাবা এসে পুনরায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। বাবার থেকে উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলাম, এখন বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো। এখানে কোনও লেখা-পড়ার কথাই নেই। যখন কেউ আসে তখন জিজ্ঞাসা করা হয় -- আপনি কিসের জন্য এসেছেন ? তখন বলবে এখানকার মহাৎমার সঙ্গে সাকষাৎ করতে ? কেন ? আপনার কি চাই ? বলো কোনোকিছু ভিকষা চাই ? যদি সন্যাসী হও রুটির টুকরো (ভোজন) চাই। সন্যাসীরা কারও কাছে গেলে বা রাস্তায় সাকষাৎ হলে ধার্মিক মানুষেরা বোঝে যে, এরা তো তবুও পবিৎর মানুষ, এদের ভোজন করানো ভাল। এখন তো পবিৎরতাও নেই। সর্ম্পূণ তমোপ্রধান দুনিয়া, এখানে অনেক নোংরা র্অথাৎ অপবিৎরতা রয়েছে। মানুষ কত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এখানে তো উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কথাই নেই। বাবা বলেন, লেখালেখির কোনও কথাই নেই। কিন্তু এরা পয়েন্টস্ ইৎযাদিও লেখে -- ধারণ করার জন্য। যেমন ডাকতারদের কাছেও কত ওষুধ থাকে। এতসব ওষুধ স্মরণে থাকে। বযারিস্টারের বুদ্ধিতেও কত আইনের কথা মনে থাকে। তোমাদের কি স্মরণ করতে হবে -- একটি কথা, সেও অতি সহজ। তোমরা বলো যে একমাৎর শিববাবাকেই স্মরণ করো। ওরা বলে শিববাবা কিভাবে আসবে। এ'কথাও তোমরা বযতীত আর কারোর জানা নেই। ঈশ্বর কোথায় ? ওরা বলে নাম-রূপের ঊর্ধেব অথবা বলে দেয় র্সববযাপী। রাত-দিনের র্পাথকয হয়ে যায় -- দুটি শবেদর মধেয। নাম-রূপের ঊর্ধেব কোনও বস্তুই হয় না। পুনরায় বলে দেয় -- কুকুর, বিড়াল সবকিছুর মধেয পরমাৎমা রয়েছে। দুটিই পরস্পর-বিরোধী কথা হয়ে গেছে। সেইজন্য বাবা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন -- আমায় র্অথাৎ বাবাকে স্মরণ করো। গাওয়াও হয় -- সহজ রাজযোগ। বাবা বলেন -- 'যোগ' শবদটি সরিয়ে দাও, স্মরণ কর। যেমন ছোট বাচ্চা মা-বাবাকে দেখতে পেলেই তৎকষণাৎ গলা জড়িয়ে ধরে। প্রথমে সে ভাববে কি যে এরা আমার মা-বাবা কিনা ? না, এখানে চিন্তার কোনো কথাই নেই। তোমাদের কেবল শিববাবাকে স্মরণ

করতে হবে। ভকিতমার্গেও তোমরা শিবের উপর পুষ্পার্পণ করে এসেছো। সোমনাথের মন্দির কত ঐশ্বর্যেয সমৃদ্ধ করে র্নিমাণ করা হয়েছিল, যা পরে মহম্মদ গজনবী এসে লুন্ঠন করে। ভারতে সোমনাথ মন্দির বিখ্যাত। র্সবপ্রথমে তো শিবের পূজা হওয়া উচিত। বাচ্চাদের এ'সমস্ত নলেজ এখন বুদ্ধিতে এসেছে। যদিও পূজা ইৎযাদি করে এসেছো কিন্তু তোমাদের জানা ছিল না যে, এ হলো জড় চিৎর। চৈতন্যে অবশ্যই কখনও এসেছিল তবেই তো প্রতিবছর শিব-জয়ন্তী পালন করা হয়। এও বলে -- শিব পরমাৎমা হলেন নিরাকার। আৎমা জানে আমরাও নিরাকার। এখন তোমরা আৎম-অভিমানী হও, অতি সহজ। উনি তো আমাদের বাবা। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, পতিত-পাবন। ওঁনার মহিমা অপার। বরহমা-বিষ্ণু-শংকরের মহিমা এত নয়। একজনের মহিমাই গাওয়া হয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো -- বাবা এসে আমাদের উৎতরাধিকার দিচ্ছেন। যেমনভাবে লৌকিক পিতা বাচ্চাদের লালন-পালন করে কিন্তু পড়ায় না। পঠন-পাঠনের জন্য স্কুলে যায়, পরে বাণপ্রস্থে আবার গুরু করে। আজকাল ছোট-বড় সকলকেই গুরু করে দেয়। বাচ্চারা, এখানে তো তোমাদের বলা হয় -- শিববাবাকে স্মরণ করো, সকলেরই অধিকার রয়েছে। সকলেই আমার সন্তান। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ আছে যারা সঠিকভাবে স্মরণ করে। অনেকেই বলে -- বাবা, কিভাবে স্মরণ করবো ? বিন্দুকে কিভাবে স্মরণ করবো ? বড় বস্তুকে স্মরণ করা যায়। আচ্ছা, পরমাৎমা যাঁকে তোমরা স্মরণ করো সেই বস্তুটি কী ? তখন বলে ফেলে যে, অখন্ড জ্যোতি-স্বরূপ। কিন্তু তেমনটি নয়। অখন্ড জ্যোতিকে স্মরণ করা ভুল। স্মরণ তো সঠিকভাবে করা উচিত। প্রথমে সঠিকভাবে জানা উচিত। বাবা-ই এসে নিজের পরিচয় দেন আর পরে বাচ্চাদেরকে সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমাচার শোনান। বিস্তারিতভাবেও আবার সংকেষপেও। বাচ্চারা, এখন বাবা বলেন যে, তোমাদের যদি পবিৎর হতে হয় তবে তারজন্য একটিই উপায় রয়েছে -- আমায় স্মরণ করো, আমায় তো বলোই পতিত-পাবন। আৎমাকে পবিৎর করতে হবে। আৎমাই বলে যে আমরা অপবিৎর হয়ে গেছি। আমরা পবিৎর ছিলাম, এখন অপবিৎর হয়ে গেছি। সবকিছুই তমোপ্রধান। প্রৎযেকটি বস্তুই প্রথমে সতোপ্রধান পরে তমোপ্রধান হয়ে যায়। আৎমা স্বয়ং বলে -- আমি পতিত হয়ে গেছি, আমায় পবিৎর করো। শান্তিধামে পতিত থাকে না। এখানে অপবিৎর হয় তাই দুঃখী। যখন পবিৎর ছিলে তখন সুখী ছিলে। তাই আৎমাই বলে -- আমাদের পবিৎর করো তবেই আমরা দুঃখ থেকে মুকত হয়ে যাব। তোমরা জানো যে আৎমাই সবকিছু করে। আৎমাই জজ, বযারিস্টার ইৎযাদি হয়। আৎমাই বলে -- আমি রাজা, আমি অমুক। এখন এই শরীর পরিৎযাগ করে অন্য ধারণ করতে হবে। একে বলা হয় আৎম-অভিমানী। দেহ থাকতেও আৎম-অভিমানী। রাবণের রাজ্যে দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। এখনই বাবা আৎম-অভিমানীতে পরিনত করেন। এইসময় আৎমা অপবিৎর, দুঃখী সেইজন্য আহবান করে -- বাবা এসো। এও তোমরা জানো যে ড্রামা প্ল্যান অনুসারেই পতিত থেকে পবিৎর, পবিৎর থেকে পতিত হয়। চকর পুনরাবৃত হতেই থাকে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে যে আমাদের ৮৪ জন্ম কিভাবে হয়েছে। এখন এ'কথা ভুলে যেয়োনা। স্বর্দশন-চকরধারী হয়ে থাকো। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আমাদের বুদ্ধিতে ৮৪ জন্মের সমগ্র নলেজ রয়েছে। তোমরা জানো, অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে আমরা অসীম জগতের উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, তোমাদের অদ্বিতীয় পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, টুকরো রুটি ভোজন করতে হবে। বযস। প্রতিমুহূর্তে বাবা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে বলেন -- বাচ্চারা, পেটের জন্য কেবল এক টুকরো রুটি খেতে হবে। পেট কিন্তু অধিক খায় না। আড়াই'শো গ্রাম আটা খায়। ডাল-রুটি বযস। ১০ টাকাতেও মানুষ পেট ভরায় আবার ১০ হাজার টাকাতেও পেট চালায়। দরিদ্ররা খায়ই বা কি ! তবুও শকতপোকতই থাকে। বিভিন্নপ্রকারের জিনিস মানুষ খায় তাই আরোই অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকেরাও বলেন -- একধরনের খাবার খাও তাহলে অসুস্থ হবে না। তাই বাবাও বোঝান -- এক টুকরো রুটি খাও। যা পাবে তাতেই খুশী থেকো। ডাল-রুটির মতন কোনও জিনিস হয়ই না। অধিক লালসা থাকাও উচিত নয়। সন্যাসীরা কি করে ? ঘর-বাড়ী পরিৎযাগ করে জঙ্গলে চলে যায়। তৎবকে পরমাৎমা মনে করে স্মরণ করে, তারা মনে করে বরহমতে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এমন তো হয় না। আৎমা তো অমর। বিলীন হওয়ার কোনো কথাই নয়। এছাড়া আৎমা তো পবিৎর, অপবিৎর হয়। তোমরা কত সঠিক জ্ঞান পেয়েছো। তোমরাই প্রালবধ(ফল) ভোগ করো পরে এই জ্ঞান ভুলে যাও। তখন সিড়ি ধরে নীচে নেমে যেতে হয়। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞানই বসে রয়েছে। আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে ভোগ করি। এই ভূমিকা (পার্ট) পালন কখনও কারোর বন্ধ হয়ে যায় না। এ হলো পূর্ব-র্নিধারিত ড্রামা যা পুনরাবৃত হতেই থাকে। এ'কথা বলা যাবে না যে ভগবান কবে, কিভাবে, কোথায় বসে তৈরী করেছেন ? না। এ তো ঘটেই চলেছে। ওয়ার্ল্ডের হিস্টরী-জিওগ্রাফী পুনরাবৃত হতেই থাকে। এ'সমস্ত কথা কেউ বোঝেই না। তোমরা জানো -- আমরা ড্রামা প্ল্যান অনুসারেই এসেছি। পুনরায় এখন ড্রামানুসারেই রাজ্য প্রাপ্ত করছি। এ'সমস্ত কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। জিজ্ঞাসা করা হয় -- ড্রামা র্সবশকিতমান নাকি ঈশ্বর ? তখন বলে ঈশ্বর র্সবশকিতমান। মনে করে, তিনি র্সবকিছুই করতে পারেন। বাবা বলেন -- আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। অপবিৎরকে পবিৎর করতে আমায় আসতে হয়। তোমরা সৎযযুগে সুখী হয়ে যাও। আমিও তখন বিশ্রামে চলে যাই -- পরমধামে। তোমরা আমার মাথায়-কোলে চড়ে যাও। সিংহই তোমাদের বাহন(সৎযযুগে)। তোমরা জানো যে, সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা কিছুই অতিকরান্ত হয়ে যায় তা ড্রামায় পূর্ব-র্নিধারিত। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে কত ভালো নলেজ রয়েছে। এখন কেবল বাবা এবং উৎতরাধিকারকে স্মরণ করো। বযস্, কাগজ, পেন্সিল ইৎযাদির কোনও প্রয়োজন নেই। বরহমাবাবাও পড়েন, উনি তো কিছুই রাখেন না। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই উৎতরাধিকার প্রাপ্ত হবে। কত সহজ। স্মরণের দ্বারাই তোমরা এভার-হেল্দী (সদা-সুস্থ) হবে। এ হলো ধারণার বিষয়। লেখায় কি লাভ হবে, এ'সবকিছুই তো বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ আবার স্মরণে রাখার জন্য লেখে। যেমন কোনও কথা স্মরণে রাখার জন্য গিঁট বেঁধে রেখে দেয়। তোমরাও গিঁট বেঁধে রাখো যে শিববাবা আর উৎতরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। এ তো অতি সহজ -- যোগ র্অথাৎ স্মরণ। বলে -- বাবা স্মরণ করতে মনে থাকে না। যোগে কিভাবে বসবো ? আরে, লৌকিক বাবার চিন্তা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতেও থাকে, তোমরা কেবল স্মরণ করো। বযস, তরী পার।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আৎমাদের পিতা তাঁর আৎমা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) স্বর্দশন-চকরধারী হয়ে বুদ্ধিতে ৮৪ জন্মের চকরকে আর্বতিত করতে হবে। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে অসীম জগতের উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে, পবিৎর হতে হবে।

২) কোনো জিনিসের জন্য লোভ করবে না। যা পাওয়া যাবে তাতেই খুশীতে থাকতে হবে। টুকরো রুটি খেতে হবে, বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

বরদানঃ- বুদ্ধি-রূপী চরণ, র্মযাদার গন্ডীর অভযন্তরে রেখে র্সবপ্রাপ্তিসম্পন্ন শকিতশালী ভব

যে বাচ্চাদের বুদ্ধি-রূপী চরণ, র্মযাদার গন্ডীর বাইরে এতটুকুও বেরোয় না তারা সৌভাগ্যশালী (লাকি) এবং রমণীয় (লাভলী) হয়ে যায়। তাদের কখনো কোনো বিঘন অথবা ঝড়, সমস্যা, উদাসীনতা আসতে পারে না। যদি আসে তবে বুঝতে হবে যে অবশ্যই বুদ্ধি-রূপী চরণ র্মযাদার গন্ডীর বাইরে বেরিয়েছে। গন্ডীর বাইরে যাওয়া র্অথাৎ ফকির হয়ে যাওয়া, সেইজন্য কখনও ফকির র্অথাৎ ভিকষুক নয়, র্সবপ্রাপ্তিসম্পন্ন শকিতশালী হও।

স্লোগানঃ- যে সদা র্সবকিছুর থেকে ঊর্ধেব (ন্যায়ারা) থাকে এবং বাবার প্রিয় হয়, সে সুরকিষত থাকে।